International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 205-214
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.283

শেখ হাসিনা-পরবর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: ভূরাজনীতি, সংযোগ, অর্থনীতি ও কৌশলগত পুনর্বিন্যাসের একটি বিশ্লেষণ

ড. পার্থ সাউ
স্বাধীন গবেষক, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The political transition in Bangladesh in August 2024 has ushered in a new chapter in the diplomatic landscape of South Asia. During Sheikh Hasina's long tenure, India-Bangladesh relations had attained an effective and relatively stable framework encompassing security cooperation, infrastructural connectivity, trade, energy, and border management. However, with the advent of an interim government led by Muhammad Yunus, coupled with intense nationalist public sentiment within Bangladesh, long-standing grievances regarding the Teesta River and border issues, and renewed strategic deliberations concerning the 'Pakistan-China factor,' the relationship is now navigating a complex phase of transition. This paper analyzes the historical foundations of India-Bangladesh relations, the achievements of the 2009–2024 period, and the geopolitical, economic, and strategic dilemmas that have emerged in the post-Hasina scenario. Furthermore, drawing upon government documents, recent policy statements, news reports, and analytical sources, the study examines issues such as trade imbalances, energy interdependence, connectivity projects, regional cooperation, and potential future policy trajectories. The central argument of this paper is that personality-driven diplomacy is no longer sustainable; the relationship between India and Bangladesh must now be reconstructed upon an institutional framework grounded in mutual respect and the equitable reconciliation of interests—a framework capable of transcending changes in government.

Keywords: India-Bangladesh Relations; Post-Hasina Era; South Asian Geopolitics; Connectivity Policy; Energy Interdependence; Teesta; Regional Cooperation

১. ভূমিকা: রাজনৈতিক, ইতিহাস ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট:

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, কিন্তু একই সঙ্গে সবচেয়ে জটিল প্রতিবেশী-সম্পর্কগুলোর একটি। দুই দেশের মধ্যে ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থলসীমান্ত রয়েছে, যা পারস্পরিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জনযাতায়াত, নদী-ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্ত-প্রশাসনের প্রশ্নে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত করে রেখেছে (Ministry of External Affairs [MEA], 2024)। শুধু সীমান্তই নয়, ভাষা, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, নদীমাতৃক ভূপ্রকৃতি এবং পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সংযোগ এই সম্পর্ককে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক গভীরতা দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নানা ওঠানামার মধ্য দিয়ে এগোলেও ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যায়টি সাধারণত একটি "সোনালি অধ্যায়" হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এই সময়ে সম্পর্কটি

আবেগনির্ভর নৈকট্য থেকে বেরিয়ে কার্যকর সহযোগিতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় (Biswas, 2017)। নিরাপত্তা সমন্বয়, সংযোগ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহযোগিতা, সীমান্ত সমাধান, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ- সব দিকেই অভূতপূর্ব গতি দেখা যায়।

তবে আগস্ট ২০২৪-এ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় (Reuters, 2024; Al Jazeera, 2024)। এই পরিবর্তনটি কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন নয়; এটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রকৃতি, ভাষ্য, অগ্রাধিকার এবং কৌশলগত সংজ্ঞাকে নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ভারত এতদিন যাকে "পূর্বানুমানযোগ্য অংশীদার" হিসেবে দেখত, সেই রাজনৈতিক স্থিতি ভেঙে যাওয়ায় দিল্লিকে এখন এক নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো হাসিনা-পরবর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। এখানে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হবে: প্রথমত, ২০০৯-২০২৪ পর্যায়ের সাফল্য ও তার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত নিরাপত্তা, কূটনীতি ও জনমতের নতুন চ্যালেঞ্জ; এবং তৃতীয়ত, অর্থনীতি, জ্বালানি ও সংযোগের বাস্তবতা কীভাবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও সহযোগিতার ন্যূনতম ভিত্তি রক্ষা করে চলেছে।

২. ঐতিহাসিক ভিত্তি ও 'সোনালি অধ্যায়'-এর উত্তরাধিকার:

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী সঙ্কট, মানবিক সহায়তা এবং পাকিস্তানি সামরিক দমনের বিরুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু ইতিহাস একাই টেকসই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলে না; তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা। Biswas (2017) যথার্থই দেখিয়েছেন যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সাফল্য তখনই দৃশ্যমান হয়েছে, যখন উভয় রাষ্ট্র বাস্তব সমস্যাগুলিকে কার্যকর কূটনীতির মাধ্যমে মোকাবিলা করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তি (Land Boundary Agreement) এক অনন্য মাইলফলক। দীর্ঘ ৬৮ বছরের ছিটমহল সমস্যার অবসান ঘটিয়ে ১৬২টি ছিটমহলের বিনিময় কেবল ভূখণ্ড-সমস্যার নিষ্পত্তিই করেনি; এটি রাষ্ট্রহীনতার যন্ত্রণায় থাকা বহু মানুষের নাগরিকত্ব ও মানবিক মর্যাদা পুনঃস্থাপন করেছে (Choudhury, 1977)। দক্ষিণ এশিয়ায় সীমান্ত-সংক্রান্ত জটিল বিরোধ পরিণত কূটনীতির মাধ্যমে কীভাবে সমাধান হতে পারে, এই চুক্তি তার একটি সফল উদাহরণ।

শেখ হাসিনা আমলে নিরাপত্তা সহযোগিতাও সম্পর্কের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মাটিতে ভারতবিরোধী জঙ্গি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম দমনে ঢাকা যে কঠোর নীতি গ্রহণ করে, তা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত বিকাশে বাস্তব সুফল আনে (Datta, 2016)। ভারতও এর প্রতিদানে বাংলাদেশকে বৃহৎ মাত্রার ঋণসহায়তা, সংযোগ প্রকল্প এবং উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়ায়। ২০২৪ সালের সরকারি দ্বিপাক্ষিক বিবরণী অনুযায়ী, ভারত গত এক দশকে বাংলাদেশকে আনুমানিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উন্নয়ন ঋণসুবিধা প্রদান করেছে, এবং বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম উন্নয়ন-অংশীদারদের একটি (MEA, 2024)।

এই পর্যায়ে শুধু নিরাপত্তা নয়, পরিকাঠামো ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বড় অগ্রগতি হয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ, খুলনা-মংলা পোর্ট রেললাইন, মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প, ডিজিটাল পেমেন্ট

সহযোগিতা, কৃষি-গবেষণা, সাংস্কৃতিক বিনিময় - সব মিলিয়ে সম্পর্কটি ধাপে ধাপে কার্যকর আন্তঃনির্ভরতার রূপ পায় (MEA, 2024a)। ২০২৪ সালের জুন মাসে দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে CEPA নিয়ে আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত, ই-মেডিক্যাল ভিসা সুবিধা, সবুজ অংশীদারিত্ব, ব্লু ইকোনমি ও ডিজিটাল সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হয় (MEA, 2024a)।

তবে এই "সোনালি অধ্যায়"-এর একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা ছিল এর অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভরতা। সম্পর্কের বড় অংশ শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক বিশ্বাস, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং উচ্চপর্যায়ের সরাসরি যোগাযোগের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে কাঠামোগতভাবে সম্পর্কটি মজবুত হলেও রাজনৈতিকভাবে তা ছিল আংশিকভাবে দলনির্ভর। পরবর্তী পরিবর্তন পর্বে এই দুর্বলতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩. আগস্ট ২০২৪-এর রূপান্তর: হাসিনা-পরবর্তী কৌশলগত দ্বিধা:

বাংলাদেশে আগস্ট ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানমূলক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা দেশত্যাগে বাধ্য হন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন (Reuters, 2024; Al Jazeera, 2024)। এই ঘটনার তাৎপর্য কেবল সরকার পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বৈধতা, রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক, এবং পররাষ্ট্রনীতির ভাষা - তিনটিকেই পুনর্লিখনের সুযোগ ও চাপ সৃষ্টি করে।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতি একটি "কৌশলগত দ্বিধা"। দীর্ঘদিন ধরে দিল্লি ঢাকা-নীতিতে আওয়ামী লীগ-কে একটি তুলনামূলকভাবে বিশ্বস্ত, নিরাপত্তা-সংবেদনশীল এবং সহযোগিতামূলক শক্তি হিসেবে দেখেছে। Rahman (2025) যুক্তি দেন যে ভারতের বড় ভুল ছিল সম্পর্কটিকে যথেষ্ট "regime-proof" করে তুলতে না পারা। অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ-কে বাইরে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (BNP), ইসলামপন্থী গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, নতুন ছাত্ররাজনীতি কিংবা প্রশাসনিক অভিজাতদের সঙ্গে পর্যাপ্ত মাত্রায় ধারাবাহিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্র বদলে যেতেই দিল্লির প্রভাবও অনিশ্চয়তায় পড়ে।

এই পরিবর্তিত মুহূর্তে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি নতুন গতি পায়। তিস্তা চুক্তির অগ্রগতি না হওয়া, সীমান্তে হতাহতের অভিযোগ, বাণিজ্য-অসমতা, এবং মাঝে মাঝে "ভারত-নির্ভর" পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা- এসব বিষয় নতুন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর জন্য সহজ জনমত-সংগ্রহের হাতিয়ারে পরিণত হয়। Rahman (2025) দেখান যে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এখন কেবল রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্ক নয়; এটি দেশীয় বৈধতার লড়াইতেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখানেই Sohini Bose (2025)-এর আলোচিত "Pakistan Wildcard" ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, শেখ হাসিনার প্রস্থানের পর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের অনিশ্চয়তা পাকিস্তানের জন্য কূটনৈতিক ক্ষেত্র প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করেছে। বিষয়টি এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কিছু অংশ পাকিস্তান-সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নকে সার্বভৌম ভারসাম্যনীতির অংশ হিসেবে তুলে ধরতে পারে। একই সময়ে, চীনের অবকাঠামোগত অর্থায়ন ও কৌশলগত উপস্থিতিও ভারতীয় কৌশলবিশ্লেষকদের উদ্বিগ্ন রাখে। যদিও বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বহু-মাত্রিক বা multi-aligned পররাষ্ট্রনীতির দিকে যেতে চাইতে পারে, দিল্লির নিরাপত্তা-সংবেদনশীল অঞ্চল - বিশেষত সিলিগুড়ি করিডর - এই প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে।

তবে এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ মুখোমুখি সংঘাতের আঙ্গিকে দেখা ভুল হবে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী বা ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার অবস্থানে নেই; একইভাবে ভারতও বাংলাদেশকে

অস্থিতিশীল দেখতে পারে না। দুই দেশের রাজনৈতিক ভাষ্য কঠিন হতে পারে, কিন্তু ভূগোল, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক সংযোগের বাস্তবতা সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেয় না। বরং এই পর্যায়টি পুরনো সম্পর্ককে নতুন শর্তে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার একটি সন্ধিক্ষণ।

৪. বাণিজ্য, অর্থনীতি ও অসমতার প্রশ্ন:

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবচেয়ে বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য মাত্রাগুলোর একটি হলো বাণিজ্য। এখানে সহযোগিতা যেমন আছে, তেমনি আছে স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতাও। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সরকারি তথ্য অনুযায়ী FY 2023-24 অর্থবছরে দুই দেশের মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 12,909 মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এর মধ্যে ভারতের রপ্তানি 11,065 মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি 1,844 মিলিয়ন ডলার (Ministry of Commerce & Industry, 2024)। অর্থাৎ, সম্পর্কটি যতই "পারস্পরিক" বলা হোক না কেন, বাণিজ্য কাঠামো এখনো গভীরভাবে অসম।

এই অসমতা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশে ভারত-বিষয়ক জনমত গঠনে বাণিজ্য-ঘাটতি একটি পুনরাবৃত্ত যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, জুটজাত পণ্য, কিছু কৃষিজাত ও হালকা শিল্পপণ্যের প্রবেশ থাকলেও রপ্তানি কাঠামো তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। অপরদিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে তুলা, জ্বালানি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, খাদ্যশিল্প-সম্পর্কিত উপাদান ও শিল্পকাঁচামাল যায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে (Ministry of Commerce & Industry, 2024)। ফলে বাংলাদেশের শিল্প ও ভোগব্যবস্থা ভারতের সরবরাহশৃঙ্খলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এখানে একটি নীতিগত বৈপরীত্যও আছে। একদিকে উভয় দেশ সংযোগ, ডিজিটাল পেমেন্ট, রুপিতে বাণিজ্য, এবং CEPA-র মতো দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক একীভবনের কথা বলছে (MEA, 2024a); অন্যদিকে সীমান্ত-নিয়ন্ত্রণ, অশুল্ক বাধা, পণ্যপ্রবাহে প্রশাসনিক বিলম্ব, এবং সময়ে সময়ে ট্রান্সশিপমেন্ট বা বাজার-অ্যাক্সেস নিয়ে অসন্তোষ সম্পর্ককে কঠিন করে তোলে (Rahman, 2025)। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক ক্ষোভ- দুটি বাস্তবতাই একসঙ্গে কাজ করছে।

তবু ইতিবাচক দিকও কম নয়। বাংলাদেশ ভারতের জন্য শুধু একটি প্রতিবেশী বাজার নয়; এটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক উৎপাদন, সরবরাহ এবং পরিবহন ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় অংশীদার। একইভাবে বাংলাদেশের জন্য ভারত একটি বৃহৎ ভোক্তাবাজার, কাঁচামালের উৎস, চিকিৎসা-গন্তব্য, শিক্ষাগত সংযোগ এবং ট্রানজিট-সুবিধার দরজা। তাই দীর্ঘমেয়াদে লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল বাণিজ্য বাড়ানো নয়; বরং বাণিজ্যের গুণগত ভারসাম্য উন্নত করা। বাংলাদেশের রপ্তানি-বৈচিত্র্য, নন-ট্যারিফ বাধা কমানো, কাস্টমস আধুনিকীকরণ, মান-স্বীকৃতি (standards recognition), সীমান্ত হাট ও সাব-রিজিওনাল ভ্যালু-চেইন - এসব ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতা জরুরি।

এই প্রবন্ধের মূল্যায়ন হলো, বাণিজ্য-অসমতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অসন্তোষের উৎস হলেও সেটি অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের কারণ নয়। বরং সঠিক নীতি-পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটিই সম্পর্ককে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক ও জনমুখী করতে পারে।

সারণি ১: ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নির্বাচিত চিত্র (মার্কিন ডলার মিলিয়ন)

অর্থবছর	ভারতের রপ্তানি	ভারতের আমদানি	মোট বাণিজ্য	ট্রেড পরিমাণ
FY 2021-22	16,130	1,977	18,107	14,153
FY 2022-23	12,203	2,021	14,224	10,182
FY 2023-24	11,065	1,844	12,909	9,221
FY 2024-25 (এপ্রিল-অক্টোবর 2024)	6,219.28	1,169.99	7,389.27	5,049.29

উৎস: Ministry of Commerce & Industry (2024) ভিত্তিক সংকলন।

৫. জ্বালানি, অবকাঠামো ও সংযোগ: বাস্তববাদী সহযোগিতার ভিত্তি

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টেকসই অংশটি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান জ্বালানি ও সংযোগ প্রকল্পগুলোতে। কারণ রাজনৈতিক ভাষ্য তীক্ষ্ণ হলেও বিদ্যুৎ, জ্বালানি, রেল, সড়ক ও নদীপথের মতো ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলে উভয় পক্ষেরই বাস্তব ক্ষতি হয়।

জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পাইপলাইন চালু হয়, যা ভারত থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর অঞ্চলে উচ্চগতির ডিজেল সরবরাহের নতুন পথ তৈরি করে (MEA, 2024)। একই সময়ে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন Maitree Super Thermal Power Plant-এর উভয় ইউনিট চালু হওয়ায় বাংলাদেশ গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও স্থিতিশীল হয় (MEA, 2024a)। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর উদ্বোধিত প্রথম ত্রিপাক্ষিক বিদ্যুৎ লেনদেন- নেপাল থেকে বাংলাদেশের দিকে ভারতের গ্রিড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রবাহ- যা দক্ষিণ এশীয় শক্তি-সংহতির নতুন দৃষ্টান্ত (MEA, 2024b)। এই উদ্যোগ দেখায় যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন কেবল দ্বিপাক্ষিক নয়; এটি ধীরে ধীরে উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের অংশে পরিণত হচ্ছে।

সংযোগনীতিতেও একই ধরনের বাস্তববাদ কাজ করে। ২০২৪ সালের জুনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে আখাউড়া-আগরতলা ক্রস-বর্ডার রেল, খুলনা-মংলা পোর্ট-সংযোগ, রুপিতে বাণিজ্য, এবং ডিজিটাল ও এনার্জি কানেক্টিভিটি- এই ক্ষেত্রগুলো সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে (MEA, 2024a)। দুই দেশের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদী থাকায় জলব্যবস্থাপনা, বন্যা-পূর্বাভাস এবং পরিবহনও সংযোগনীতির অংশ (MEA, 2024a)।

এখানে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস পরিষেবার পুনরারম্ভ একটি চমৎকার উদাহরণ। দীর্ঘ বিরতির পর ‘ মৈত্রী’ বাসসেবা আবার চালু হওয়ায় আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব ধাকা হয়ে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার থেকে কমে প্রায় ৫০০ কিলোমিটারে নেমে আসে, ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে (The Daily Star, 2026)। এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাজনৈতিক টানাপোড়েন যতই থাকুক, ভৌগোলিক আন্তঃনির্ভরতা শেষ পর্যন্ত সহযোগিতাকে ফিরিয়ে আনে।

মানুষে-মানুষে সংযোগও এই বাস্তববাদের একটি অপরিহার্য স্তর। শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি, চিকিৎসার জন্য ই-মেডিক্যাল ভিসা, নতুন সহকারী হাইকমিশন, সাংস্কৃতিক বিনিময় - এসব নরম ক্ষেত্র সম্পর্কের জনভিত্তি

মজবুত করতে পারে (MEA, 2024a)। কারণ রাষ্ট্রনীতি কখনোই কেবল কূটনীতিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সীমান্তের দুপারের ছাত্র, রোগী, ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত মানুষই সম্পর্ককে প্রাণ দেয়।

সুতরাং বলা যায়, জ্বালানি ও সংযোগের অগ্রগতি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের "insurance mechanism" হিসেবে কাজ করে। যখন উচ্চপর্যায়ের রাজনীতি অনিশ্চিত হয়, তখন রেললাইন, পাইপলাইন, বিদ্যুৎ গ্রিড, বাসসেবা এবং ভিসা-সুবিধা সম্পর্কটিকে ব্যবহারিক স্তরে সচল রাখে।

সারণি ২: সাম্প্রতিক ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার নির্বাচিত মাইলফলক

বছর/তারিখ	ঘটনা	কৌশলগত তাৎপর্য
২০১৫	স্থলসীমান্ত চুক্তি	দীর্ঘমেয়াদি সীমান্তবিরোধ নিষ্পত্তি এবং মানবিক ন্যায়বিচারের নজির
১৮ মার্চ ২০২৩	India-Bangladesh Friendship Pipeline উদ্বোধন	জ্বালানি সরবরাহে নতুন আন্তঃনির্ভরতা
২২ জুন ২০২৪	রাষ্ট্রীয় সফর; CEPA আলোচনা, ই-মেডিক্যাল ভিসা, ডিজিটাল ও এনার্জি কানেক্টিভিটি জোরদার	অর্থনৈতিক ও জনমুখী সহযোগিতার নতুন দিগন্ত
আগস্ট ২০২৪	শেখ হাসিনার পতন; মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার	দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা
১৫ নভেম্বর ২০২৪	নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ প্রথম ত্রিপাক্ষিক বিদ্যুৎ প্রবাহ (up to 40 MW)	উপ-আঞ্চলিক শক্তি-সংহতির সূচনা
২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা 'Royal Maitree' বাস পুনরারম্ভ	সংযোগ-নির্ভর বাস্তববাদী সহযোগিতার প্রত্যাবর্তন

উৎস: MEA (2024, 2024a, 2024b), Reuters (2024), এবং The Daily Star (2026) থেকে প্রস্তুত।

৬. নীতি-সমস্যা: তিস্তা, সীমান্ত, মর্যাদা ও জনমত

যদিও সংযোগ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে, তবু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সংবেদনশীল প্রশ্নগুলো আজও অমীমাংসিত। এর মধ্যে তিস্তা জল-বণ্টন চুক্তি সবচেয়ে প্রতীকী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিস্তা একটি বাস্তব জলের প্রশ্ন হওয়ার পাশাপাশি মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্বের প্রতীক। চুক্তি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের জনমনে সন্দেহ ও বিরূপতার একটি সহজ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। MEA (2024a) অনুসারে, ২০২৪ সালের জুন বৈঠকে গঙ্গা চুক্তির নবায়ন নিয়ে কারিগরি আলোচনা এবং তিস্তা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি প্রযুক্তিগত দল পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্ন এখনো অনিশ্চিত।

সীমান্তে হতাহতের প্রশ্নও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল নিরাপত্তা বা চোরাচালানবিরোধী অভিযান নয়; এটি সীমান্তবাসীর মানবাধিকার, আইন-প্রয়োগের অনুপাত, এবং প্রতিবেশীসুলভ আচরণের প্রশ্নও। Rahman (2025) "justice and equal dignity" ধারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে স্থায়ী সম্পর্কের জন্য শক্তির অসাম্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায্যতা ও মর্যাদার অনুভূতি অপরিহার্য। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক যদি মনে

করেন যে সম্পর্কটি একতরফা বা অপমানজনক, তাহলে সরকারের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনমত-রাজনীতির সমস্যা। বাংলাদেশে যে কোনো সরকার ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে চাইলে তাকে অভ্যন্তরীণ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়; আবার ভারতেও বাংলাদেশ-নীতির প্রশ্ন বহু সময় নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসন, সীমান্ত অপরাধ বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গে তীব্র আবেগে আলোচিত হয়। এই পারস্পরিক জনমত-চাপ কূটনীতিকে জটিল করে তোলে।

এখানে সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তেজনাকর ভাষা, শূন্য-সম দৃষ্টিভঙ্গি, অথবা অন্য পক্ষকে অবিশ্বস্ত ধরে নেওয়া - এসব মনোভাব দ্রুত রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা আনতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্ককে দুর্বল করে। তাই রাষ্ট্রিক আলোচনার পাশাপাশি একাডেমিক, নীতিগত ও গণমাধ্যম-পরিসরেও একটি দায়িত্বশীল ভাষা জরুরি, যা সংঘাত নয়, সমাধানের পরিসর তৈরি করবে।

৭ক. বহুমুখী কূটনীতি, বিএনপি ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণ

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব- তা সে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন হোক, জোটভিত্তিক হোক, কিংবা অন্তর্বর্তী পর্ব-উত্তর কোনো সংস্কারপন্থী সমীকরণ থেকেই উঠে আসুক- ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে সম্ভবত আগের চেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিক ও হিসাবি করে তুলবে। এর মানে এই নয় যে সম্পর্ক ভেঙে যাবে; বরং সম্পর্কটি রাজনৈতিক আবেগ থেকে সরে পারস্পরিক সুবিধা ও সীমারেখা-সচেতন একটি বাস্তববাদী কাঠামোয় ঢুকে পড়বে। Bose (2025) এবং Rahman (2025)-এর বিশ্লেষণ একত্রে পড়লে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে এখন এমন এক পররাষ্ট্র-ভাষ্য তৈরি হচ্ছে, যেখানে ভারতের গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না, কিন্তু "স্বয়ংক্রিয় নৈকট্য"ও আর ধরে নেওয়া হচ্ছে না।

এই পরিবর্তনের একটি দিক হলো "pragmatic nationalism"। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, কিন্তু তিস্তা, সীমান্তপ্রশাসন, বাজার-অ্যাক্সেস, বিদ্যুৎমূল্য বা ট্রানজিট-শর্তের মতো বিষয়গুলোতে আরও কড়া দরকষাকষি করতে পারে। ভারতের দিক থেকেও এর অর্থ হলো - ঢাকা-নীতিকে "বন্ধুত্ব" ও "নিরাপত্তা"র সরল দ্বিমাত্রিক ফ্রেম থেকে সরিয়ে আরও বহুপক্ষবিশিষ্ট কূটনৈতিক চিন্তায় রূপান্তর করা।

বাংলাদেশের জন্যও বহুমুখী কূটনীতি কোনো বিলাসিতা নয়; এটি একটি কৌশলগত প্রয়োজন। চীন অবকাঠামো অর্থায়নের ক্ষেত্র, জাপান উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্র, পশ্চিমা দেশগুলো বাজার, শ্রমমান ও শাসন-সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্র, আর ভারত ভূগোল, জ্বালানি, ট্রানজিট, স্বাস্থ্য ও অবিলম্বে ব্যবহারযোগ্য বাজারের ক্ষেত্র- এই ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভকে সমন্বয় করেই বাংলাদেশের বাস্তব পররাষ্ট্রনীতি গঠিত হবে। এই বাস্তবতাকে ভারত যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে না দেখে "managed pluralism" হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তবে উভয়েরই লাভ হবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য মনে রাখা দরকার: বাংলাদেশ ভারতের কাছে অপরিহার্য, কিন্তু বাংলাদেশও নিজের কাছে শুধু ভারতের প্রতিবেশী নয়; সে একটি উপসাগরীয়, দক্ষিণ-পূর্বমুখী এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতিসম্পন্ন রাষ্ট্র। ফলে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সফল করতে হলে দিল্লির উচিত Dhaka-কে "junior partner" হিসেবে নয়, বরং একটি স্বার্থসচেতন স্বতন্ত্র অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা। ঠিক তেমনি ঢাকারও উচিত ভারতবিরোধী তাৎক্ষণিক জনমতের লাভকে দীর্ঘমেয়াদি নীতির বিকল্প না ভাবা। কৌশলগত পরিপক্কতা এখন দুই রাজধানীর কাছেই সমানভাবে দাবি রাখে।

৭. ভবিষ্যৎপথ: ব্যক্তি-নির্ভরতা থেকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অংশীদারিত্ব

হাসিনা-পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো- ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আর কোনো একক দল, একক নেতা বা একক রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য কয়েকটি নীতিগত পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য।

প্রথমত, সম্পর্ককে "regime-proof" করতে হবে। ভারতের উচিত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীসমাজ, সীমান্ত-অঞ্চলের স্থানীয় অংশীদার, বিশ্ববিদ্যালয় ও নীতি-গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। একইভাবে বাংলাদেশেরও সম্পর্ককে কেবল নিরাপত্তা বা ট্রানজিটের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না রেখে জল, বাণিজ্য, শ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল অর্থনীতি ও জলবায়ু-সহযোগিতার বিস্তৃত ফ্রেমে নিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তিস্তা ও সীমান্তপ্রশাসনের মতো অমীমাংসিত প্রশ্নে দৃশ্যমান অগ্রগতি জরুরি। সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে সম্ভব না হলেও আলোচনার নির্দিষ্ট সময়সূচি, প্রযুক্তিগত কমিটি, তথ্য-স্বচ্ছতা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়ালে আস্থার ঘাটতি কমতে পারে। কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, মধ্যবর্তী বাস্তব পদক্ষেপও গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য ও সংযোগকে জনমুখী করতে হবে। CEPA আলোচনাকে যদি বাস্তবায়নের পথে এগোতে হয়, তবে বাংলাদেশের রপ্তানি-সুবিধা, মানদণ্ড স্বীকৃতি, কাস্টমস সমন্বয় এবং সীমান্ত-অবকাঠামো উন্নয়নকে সমান্তরালভাবে এগোতে হবে। সংযোগ প্রকল্পের লাভ যেন শুধু ভূরাজনৈতিক কৌশলে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যবসায়ী, রোগী, ছাত্র, পর্যটক এবং সীমান্তবাসীর জীবনকে স্পষ্টভাবে উপকৃত করে - সে দিকটি জোর দিতে হবে।

চতুর্থত, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। BIMSTEC, BBIN, ত্রিপাক্ষিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য, নৌ-সংযোগ, বন্দর-ব্যবহার, এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো - এসব ক্ষেত্র ভারত ও বাংলাদেশকে দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েনের বাইরে একটি বৃহত্তর সহযোগিতামূলক মানচিত্রে যুক্ত করতে পারে (MEA, 2024b)। Bangladesh-এর জন্য এটি বহুমুখী কূটনীতি; ভারতের জন্য এটি "Neighbourhood First" ও "Act East"-এর বাস্তব পরীক্ষা।

পঞ্চমত, সম্পর্কের নৈতিক ভাষা পুনর্গঠন করা দরকার। পারস্পরিক সম্মান, সার্বভৌম সমতা, ন্যায্যতার বোধ এবং ছোট-বড় রাষ্ট্রের বাস্তব পার্থক্য সত্ত্বেও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ - এই মানসিকতা ছাড়া কোনো কাঠামোগত সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শক্তিশালী রাষ্ট্রের কৌশলগত উদ্বেগ যেমন বাস্তব, তেমনি ছোট প্রতিবেশীর মর্যাদাবোধও সমান বাস্তব।

৮. উপসংহার:

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আজ এক নতুন সংজ্ঞার সন্ধানে। ২০০৯-২০২৪ পর্যায়ের সাফল্য দেখিয়েছে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সীমান্ত, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, রেল, সড়ক, বন্দর এবং বাণিজ্যের মতো কঠিন বিষয়েও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু আগস্ট ২০২৪-এর পরিবর্তন একই সঙ্গে এটিও শিখিয়েছে যে ব্যক্তি-নির্ভর কূটনীতি যতই কার্যকর হোক, তা স্থায়ী নয়।

শেখ হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশে যে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, তাতে ভারতের সামনে দুইটি পথ খোলা। এক, পুরনো মানসিকতা ধরে রেখে নতুন শক্তিগুলিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখা; দুই, পরিবর্তনকে স্বীকার করে একটি বেশি পরিণত, বেশি বহুপাক্ষিক এবং বেশি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে

তোলা। একইভাবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে আরেকটি দ্বৈততা - ভারতকে কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিরোধী প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা, অথবা বাস্তববাদী কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন অংশীদারিত্বের নীতি নেওয়া।

এই প্রবন্ধের সারকথা হলো: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদে নয়, পুনর্গঠনে। সংযোগ, জ্বালানি, উপ-আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নদী-ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্ত-অর্থনীতি- এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতার বাস্তব প্রয়োজন এত গভীর যে কোনো দায়িত্বশীল সরকার তা উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু সেই সহযোগিতা টেকসই করতে হলে দরকার আস্থা, ন্যায্যতা, এবং রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে সক্ষম নীতিগত অবকাঠামো।

অতএব, ভারত ও বাংলাদেশের সামনে আজকের কাজ "পুরনো অধ্যায়" রক্ষা করা নয়; বরং একটি "নতুন অধ্যায়" রচনা করা - যেখানে কৌশলগত স্বার্থ, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং পারস্পরিক মর্যাদা একসঙ্গে কাজ করবে। এই নতুন অধ্যায় সফল হলে শুধু দিল্লি ও ঢাকা নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া একটি স্থিতিশীল, সংযুক্ত ও সহযোগিতামূলক আঞ্চলিক ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারবে।

তথ্যসূত্র

1. Al Jazeera. (2024, August 6). Muhammad Yunus to lead Bangladesh interim government. https://www.aljazeera.com/news/2024/8/6/nobel-laureate-yunus-to-lead-bangladesh-interim-govt-presidents-office
2. Al Jazeera. (2024, August 8). Muhammad Yunus takes oath as head of Bangladesh's interim government. https://www.aljazeera.com/news/2024/8/8/muhammad-yunus-takes-oath-as-head-of-bangladeshs-interim-government
3. Biswas, A. (2017). India-Bangladesh relations: Continuity and change. Academic Foundation.
4. Bose, S. (2025, April 8). India-Bangladesh relations and the Pakistan wildcard. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/india-bangladesh-relations-and-the-pakistan-wildcard
5. Choudhury, G. W. (1977). The Bangladesh-India border dispute: A study in diplomacy. Harper Collins.
6. Datta, A. (2016). India and Bangladesh: The way ahead. Pentagon Press.
7. Ministry of Commerce & Industry. (2024, December 3). Import and export with Bangladesh (Lok Sabha Unstarred Question No. 1233). Government of India. https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2024/12/LS-USQ-No.1233-dated.-03.12.2024.pdf
8. Ministry of External Affairs. (2024). Brief on India-Bangladesh bilateral relations. Government of India. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Bangladesh2024.pdf
9. Ministry of External Affairs. (2024a, June 22). English translation of press statement by Prime Minister Shri Narendra Modi during the state visit of Prime Minister of Bangladesh to India. Government of India. https://www.mea.gov.in/Speeches-

Statements.htm?dtl%2F37895%2FEnglish+Translation+of+Press+Statement+by+Prime+Minister+Shri+Narendra+Modi+during+the+State+Visit+of+Prime+Minister+of+Bangladesh+to+India=

10. Ministry of External Affairs. (2024b, November 15). Inauguration of first trilateral power transaction - from Nepal to Bangladesh through the Indian grid. Government of India. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl%2F38523%2FInauguration_of_first_trilateral_power_trans=
11. Rahman, Z. (2025, July 2). Bangladesh and India's new strategic dilemma. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/opinion/geopolitical-insights/news/bangladesh-and-indias-new-strategic-dilemma-3930346
12. Reuters. (2024, August 8). Nobel laureate Yunus takes charge of Bangladesh's caretaker government, hopes to restore calm. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bangladesh-awaits-installation-interim-government-after-weeks-strife-2024-08-08/
13. The Daily Star. (2026, February 25). Agartala-Dhaka-Kolkata bus service resumes after 18 months. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/agartala-dhaka-kolkata-bus-service-resumes-after-18-month-4114546